ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
(শিশুবিষয়ক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ)

ভালো বাবা কীভাবে হবেন?

অনুবাদ
কাজী আফিফুজ্জামান

ভালো বাবা কীভাবে হবেন?

স্বত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০২২

প্রকাশনায় : স্বরবর্ণ

৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

E-mail : info.shoroborno@gmail.com

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

পরিবেশক :

মাকতাবাতুল হাসান

অনলাইন পরিবেশক :

shoroborno onlineshop - rokomari.com - wafilife.com

মুদ্রিত মূল্য : ১২০/-

Valo Baba Kivabe Hoben

By Dr. Abdullah Muhammad
Published by : Shoroborno
ISBN : 978-984-96318-8-0

© সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক/সম্পূর্ণ প্রকাশ বা মুদ্রণ একেবারেই নিষিদ্ধ। পিডিএফ আকারেও এর কোনো অংশ কোথাও প্রকাশের অনুমতি নেই।

ভালো বাবা কীভাবে হবেন?

মূল : ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
(শিশুবিষয়ক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ)

অনুবাদ : কাজী আছিফুজ্জামান

ভাষা সম্পাদনা : রেদওয়ান সামী

বানান সমন্বয় : মাসউদ আহমাদ, মুনতাসির বিল্লাহ

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ : উজ্জ্বল আহমেদ

সার্বিক সমন্বয় : মিশকাত আহমদ

প্রকাশনায় : স্বরবর্ণ

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা..........06
ভূমিকা..........07

প্রথম অধ্যায়
পরিস্থিতি এবং তা থেকে উত্তরণের উপায়..........১০
বাবার প্রতি ছেলের বিনীত নিবেদন..........১৪
হতেন যদি সন্তানের বন্ধু..........১৭
যেভাবে গড়বেন একটি পরিপাটি পরিবার..........২১
নিজেকে নিয়ে ভাবতে বসুন নতুন করে..........২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
পরিস্থিতি এবং তা থেকে উত্তরণের উপায়..........৩৪
বাবার প্রতি ছেলের বিনীত নিবেদন..........৩৮
হতেন যদি সন্তানের বন্ধু..........৪১
যেভাবে গড়বেন একটি পরিপাটি পরিবার..........৪৭
নিজেকে নিয়ে ভাবতে বসুন নতুন করে..........৫১

তৃতীয় অধ্যায়
পরিস্থিতি এবং তা থেকে উত্তরণের উপায়..........৬০
বাবার প্রতি সন্তানের বিনীত নিবেদন..........৬৫
হতেন যদি সন্তানের বন্ধু..........৬৮
যেভাবে গড়বেন একটি পরিপাটি পরিবার..........৭২
নিজেকে নিয়ে ভাবতে বসুন নতুন করে..........৭৭

চতুর্থ অধ্যায়
পরিস্থিতি এবং তা থেকে উত্তরণের উপায়..........৮২
বাবার প্রতি সন্তানের বিনীত নিবেদন..........৮৬
হতেন যদি সন্তানের বন্ধু..........৮৯
যেভাবে গড়বেন একটি পরিপাটি পরিবার..........৯৩
নিজেকে নিয়ে ভাবতে বসুন নতুন করে..........৯৬
অনুগত সন্তান লাভের কিছু বাস্তব কর্মপন্থা..........১০১
পরিশিষ্ট..........১০৪

অনুবাদকের কথা

বাবা! কী মধুর ডাক! কী প্রাণজুড়ানো আহ্বান। ছোট্ট সন্তানের মুখে যখন কোনো বাবা এই ডাক শোনেন তখন তিনি শিহরিত হন। আন্দোলিত হন। সন্তান যখন আরেকটু বড় হয় তখন তার 'বাবা' ডাকে অন্যরকম একটি আবেদন যুক্ত হয়। কিছুক্ষণ পরপরই সন্তান 'বাবা...বাবা...' বলতে বলতে ছুটে আসে। দৌড়ে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে।

ভয় পেলেও বাবার কাছে ছুটে আসে, কোনো সাহসের কাজ করলেও বাবার কাছে ছুটে আসে বিজয়ীর বেশে, আনন্দের সময়ও বাবার কাছে ছুটে আসে, বেদনার সময়ও বাবার কাছে ছুটে আসে। সন্তানের এই মুহূর্তগুলো স্মৃতিময় হয়ে থাকবে যদি আমি আপনি ভালো বাবা হতে পারি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সন্তানের সঙ্গে আমার আপনার আচরণই আমাকে আপনাকে ভালো বাবা হতে সহায়তা করবে।

লেখক বইটিতে এই বিষয়টিই স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। বইটির অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা বাংলাভাষাভাষী পাঠকদের রুচি ও মেজাজের প্রতি লক্ষ রেখে হুবহু অনুবাদ করিনি। বরং এ ক্ষেত্রে আমরা বিষয়বস্তু ও মূল আলোচ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে অনুবাদ করেছি। মূল আরবি বইটি কলেবরে খুব বেশি বড় না হলেও আলোচনাটি বেশ বিশ্লেষণধর্মী। কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা বিশ্লেষণের পরিবর্তে মূলকথাটি বলে দিতে চেয়েছি।

'ভালো বাবা' কেবলই দুটি শব্দ নয়; বরং চেতনা ও বিপ্লবের এক সমন্বিত রূপ। যে চেতনা লালন করে সমাজের বুকে আপনি নিজেকে একজন ভালো বাবা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন। যে বিপ্লবকে সামনে রেখে পরবর্তী প্রজন্ম সামনে এগিয়ে যাবে দুর্বার গতিতে।

আমরা সাধ্যানুযায়ী বইটি ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারপরও ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পাঠকবৃন্দের নিকট আবেদন, যদি কোনো ভুল আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে আমরা সংশোধন করে দেবো। ইনশাআল্লাহ!

বিনীত

অনুবাদক

১৫ মার্চ ২০২২ ইং

ভূমিকা

অনাড়ম্বর একটি দিনে খুবই স্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করল একটি শিশু। আর ১০জন শিশুর মতো স্বাভাবিকভাবেই কেটে গেল তার শৈশবকাল। অন্য সবার মতো সেও সাধারণভাবেই লেখাপড়া শেষ করে সাধারণ একটি চাকরি পেল। কিছুদিন পর তার মতোই অপ্রসিদ্ধ, সাধারণ একটি মেয়েকে বিয়ে করল। কিছুদিন পর তার একটি ছেলে হলো। এর কিছুদিন পর লোকটির একটি কন্যাও হলো। দুজনেই তাদের বাবা-মায়ের মতোই সাধারণ। কোনো বৈচিত্র্য নেই তাদের জীবনে। পৃথিবীর অপরাপর ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। খুবই সাদামাটাভাবে অতিবাহিত হতে থাকল তাদের আড়ম্বরহীন জীবন।

এভাবেই একদিন লোকটি মারা গেল। মৃত্যুর পর তার সমাধিফলকে লেখা হলো, এখানে শুয়ে আছে সাধারণ জীবনযাপনকারী এক ব্যক্তি, যার জীবনে কোনো বৈচিত্র্য নেই, কোনো চিন্তা ও দর্শন নেই। পৃথিবীর অগ্রগতিতে নেই তার কোনো অবদান। কোনোরূপ সফলতা অর্জন করা ব্যতীতই কেটেছে তার জীবন।

শ্রদ্ধেয় বাবা! মৃত্যুর পর আপনার সমাধিফলকে লেখা হলো যে, 'মরহুম অমুক' অথবা, 'এখানে শুয়ে আছেন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী বা সম্রাট অমুকের সম্মানিত পিতা', এই দুটি লেখার কোনটি আপনার ভালো লাগবে? নিশ্চয় দ্বিতীয়টি! হ্যাঁ, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন প্রতিটি মানুষই তার সমাধিফলকে দ্বিতীয় লেখাটি কামনা করবে। কারণ দ্বিতীয় লেখাটি একজন বাবার জন্য গর্ব, গৌরব এবং পুণ্যের।

মৃত্যুর পরও যেন আপনার পুণ্যের ধারা অব্যাহত থাকে সে উদ্দেশ্যেই আমাদের এই আয়োজন। সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনে যা আপনাকে সহায়তা করবে।

বইটি আমরা সাজিয়েছি চারটি অধ্যায়ে। প্রতিটি অধ্যায় আমরা পাঁচটি অভিন্ন

প্রধান শিরোনামে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছি। আশা করি, আদর্শ বাবা হওয়ার ক্ষেত্রে এই আলোচনা আপনাকে পথ দেখাবে।

শ্রদ্ধেয় বাবা! একজন ভালো বাবা হতে হলে, বাবা হিসাবে সফলতা পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই সন্তান প্রতিপালনের ভুল অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সঠিক পন্থা প্রয়োগ এবং ভুল অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিকল্প নেই।

শ্রদ্ধেয় বাবা! আপনি যদি সন্তান প্রতিপালনের ভুল অভ্যাস থেকে মুক্তি পেতে চান, সন্তানদের নিরাপদ জীবন কামনা করেন, তাদের উত্তম সাহচর্য প্রদান করতে চান, সন্তান প্রতিপালনে আদর্শ বাবা হতে চান, তাহলে আপনাকে কিছু উপকরণ বা মাধ্যম গ্রহণ করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে আমি প্রধান উপকরণ বা মাধ্যম মনে করি নিচে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতটিকে। একবার গভীর রাতে একজন নামাজে দাঁড়ালেন। পাশেই তার ছোট্ট শিশুটি ঘুমিয়ে ছিল। তিনি কাঁদতে কাঁদতে কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করছিলেন। আয়াতটির অর্থ, **তাদের দুজনের পিতা ছিলেন একজন সদ্ব্যক্তি।**

সৎ। সততা। হ্যাঁ, এই গুণটি সন্তান প্রতিপালনে এক জাদুকরি প্রভাব ফেলে। যে বাবা সৎ হবে শুধু তার সন্তান নয়, বরং তার পরবর্তী প্রজন্মও সকলপ্রকার অকল্যাণ থেকে নিরাপদ থাকবে। ইসলামধর্মের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনের সুরা কাহাফে এমনই একটি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তো এটি (প্রাচীরটি) ছিল এই শহরে বসবাসকারী দুই এতিমের। এর নিচে তাদের গুপ্তধন ছিল। তাদের পিতা ছিল একজন সৎলোক। সুতরাং আপনার প্রতিপালক চাইলেন, ছেলেদুটো প্রাপ্তবয়সে উপনীত হোক এবং নিজেদের গুপ্তধন বের করে নিক। [সুরা কাহফ, ৮২]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলা হয়েছে, প্রাচীরের নিচের গুপ্তধন সেই সদ্ব্যক্তির পরবর্তী সপ্তম প্রজন্ম পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়েছিল।

শ্রদ্ধেয় বাবা! আসুন আমরা সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথেই আমাদের সন্তানকে গড়ে তুলি। সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই সচেতন হই।

ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
মঙ্গলবার, ৮ রবিউস সানি ১৪২৩
১৯ জুন ২০০২ খ্রি.

প্রথম অধ্যায়

যার জীবন গঠনের চিন্তায় মগ্ন থেকে মা-বাবা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে, সে প্রকৃত এতিম নয়। বরং প্রকৃত এতিম ওই ব্যক্তি যার জীবন গঠনের জন্য তার মা-বাবা তাকে সময় দেয়নি।

পরিস্থিতি এবং তা থেকে উত্তরণের উপায়

শ্রদ্ধেয় বাবা! আমরা বিভিন্ন সময়ে নানান কাজে ব্যস্ত থাকি। কারণ ব্যস্ততাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং আপনি যখন জরুরি কোনো কাজে ব্যস্ত থাকেন এবং বুঝতে পারেন যে, আপনার সন্তান আপনার কাছে আসতে চাইছে, খুব করে চাইছে আপনার স্নেহের পরশ। কিন্তু তাকে দেওয়ার মতো সময় তখন আপনার কাছে নেই। এমন পরিস্থিতিতে আপনি কী করবেন?

এ সময় আমি কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করব। যেন সে আমার ব্যাপারে বিরক্তও না হয়, উপরন্তু তার চাহিদাও পূরণ হয়ে যায়।

পন্থাগুলো যথাক্রমে :

এক. সন্তানের মাকে বলে দেবো, সে যেন সন্তানদের আরও বেশি সময় দেয়।

দুই. প্রতিদিন সকালে নাস্তার সময় বা অন্য যেকোনো সময় সন্তানদের সঙ্গে এক ঘণ্টা মতবিনিময় করব। তাদের সমস্যা সমাধান করব।

তিন. আমি আমার সময় কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেব। এর প্রধান অংশটুকু আমি ব্যয় করব আমার নিজের কাজে। বাকি যতটুকু সময় পারি আমি সন্তানদের দেওয়ার চেষ্টা করব। কেননা আমি মনে করি, সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব মা-বাবা দুজনেরই। কিন্তু আমি তো সারা দিন নানান জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকি।

শ্রদ্ধেয় বাবা! উল্লেখিত পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা আপনার তিনটি মত জানলাম। এখন আমরা এই তিনটি মত ব্যাখ্যা করে দেখব এগুলো কতটা বাস্তবসম্মত।

প্রথমত আপনি বলেছেন, সন্তানের মাকে বলে দেবেন, সে যেন সন্তানকে আরও বেশি সময় দেয়।

শ্রদ্ধেয় বাবা! আপনি একজন পুরুষ। স্বাভাবিকভাবেই আপনার অধিকাংশ

সময় কেটে যায় বাসার বাইরে। সেজন্য আপনাকে প্রস্তুতও থাকতে হয়। তবে আপনি যে বললেন, সন্তান প্রতিপালনের মূল দায়িত্ব মায়ের, এটা আপনার জীবনের একটি দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র। এ কারণেই আপনি সন্তানের মাকে ঘরে রেখে যান। আপনার অনুপস্থিতিতে যেন সে সন্তানদের লেখাপড়া করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আপনি সন্তানদের ব্যাপারে এমন ধারণা রেখেই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। এদিকে সন্তানরা দিকনির্দেশনাদানকারী একজন বাবার অভাব নিয়েই বড় হতে থাকে। অন্যদিকে মা-ও সংসারের অন্য কাজের ব্যস্ততায় সন্তানদের সময় দিতে পারেন না। এই সুযোগে সন্তানরা দীর্ঘ সময় বাসার বাইরে কাটিয়ে দেয়। মা-বাবার দৃষ্টির আড়ালে থেকে। বাইরে তারা কী করে সে বিষয়ে মা-বাবার কোনো জানাশোনা থাকে না।

এভাবেই সন্তানদের শৈশব-কৈশোর পার হয়ে যায়। তাদের বয়স বাড়ে। মা-বাবার দেখভালের বাইরে থেকেই তারা পদার্পণ করে যৌবনে। আপনি তখন আর তাদের কিছু বলতে পারেন না। সংকোচবোধ করেন। বলি বলি করেও কিছু বলা হয় না। আপনি কালক্ষেপণ করতে থাকেন। একসময় পরিস্থিতি আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আপনার আর কিছুই করার থাকে না।

বাবাদের এমন উদাসীনতার কারণে আমরা দেখতে পাই, আমাদের সমাজে বেড়ে উঠছে একটি উচ্ছৃঙ্খল প্রজন্ম, যাদের কথাবার্তায়, আচারব্যবহারে শিষ্টাচারের বড্ড অভাব। এরপরও কি আপনি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবেন না? বিশ্বাস করুন, পৃথিবীতে আমরা যা-কিছু পেয়েছি সেগুলোর মধ্যে সন্তান অনেক মূল্যবান একটি সম্পদ। তাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আমাদের অন্যতম কর্তব্য।

সুতরাং তাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই সচেতন হোন। সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল আচরণ করুন।

দ্বিতীয়ত আপনি বলেছেন, সকালের নাস্তা বা অন্য কোনো সময় সন্তানদের জন্য দিনে একঘণ্টা বরাদ্দ রাখবেন। এ সময় তাদের সমস্যার সমাধান করবেন।

অর্থাৎ আপনি মনে করছেন যে, প্রথমে সমস্যা সৃষ্টি হবে, তারপর আপনি তা সমাধান করবেন। সন্তানরা ভুল না করলে শিখবে কীভাবে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই যেন সন্তান তার ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পারে। সেজন্যই আপনি সন্তানদের সময় দেন না।

অথচ আপনি বুঝতেই পারছেন না যে, এমন ধারণা পোষণ করে ধীরে ধীরে আপনি সন্তানদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। তাদের সময় না দেওয়ার কারণে পরিস্থিতি এমন হয় যে, সন্তানদের ব্যাপারে আপনি যা কখনো কল্পনাও করেননি ভবিষ্যতে সেটাই আপনাকে দেখতে হয়। অধিকাংশ বাবার ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই পরিস্থিতির কোনো সমাধান তারা করতে পারে না। কারণ ততক্ষণে সময় অনেক গড়িয়ে গিয়েছে। সুতরাং সময় থাকতেই সন্তানের পেছনে সময় দিন। দিনে মাত্র একঘণ্টা নয়, বরং সন্তানদের গড়ে তুলতে দিনের উল্লেখযোগ্য একটি সময় তাদের দিন। তাহলেই তাদের ভবিষ্যৎ জীবন ব্যাপক কল্যাণময় হবে।

তৃতীয়ত আপনি বলেছেন, সময়ের প্রধান অংশটুকু আপনি নিজের জন্য ব্যয় করবেন।

আপনি একজন কর্মব্যস্ত মানুষ। দিনরাত আপনার নানানরকম ব্যস্ততা থাকে। ভোর সকালে বেরিয়ে পড়েন কাজে। ফেরেন রাত গভীরে। তথাপি আপনার হৃদয়ে সন্তানদের প্রতি অপার স্নেহ-ভালোবাসা। আপনি তাদের খুব ভালোবাসেন, তাদের সঙ্গে সময় কাটানোর গুরুত্বও আপনি অনুধাবন করেন। কখনো কখনো তাদের সঙ্গে সময়ও কাটান। আপনার এই প্রচেষ্টায় সবসময় আপনি সফলও হন। আর এই সময়টায় সন্তানরা আপনার থেকে উপকৃতও হয়। আপনি তাদের সঙ্গে খেলাধুলা করেন, বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাদের সঙ্গে জীবনের সুখ-দুঃখের গল্প করেন। একবার ভেবে দেখুন তো, আপনি যদি এমন করেন তাহলে কত আনন্দের হয় বিষয়টি! যদি একই সময়ে আপনি একজন সফল কর্মকর্তা এবং একজন সফল বাবা হতেন, তাহলে বিষয়টি কতই-না আনন্দের হতো!

শ্রদ্ধেয় বাবা! এখন আমরা আপনাকে বলব, কীভাবে কর্মক্ষেত্রে ও সন্তান প্রতিপালনে একজন সফল বাবা হবেন।

এক. আপনি যদি এমন কোনো কাজ করেন যেখানে সন্তানকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে সন্তনকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কর্মস্থলেই বাবা-সন্তান গল্প করবেন। এই সুযোগেই আপনি আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সন্তানকে বলবেন। সন্তানের কাছে বাবা তার দুঃখের কথাও বলবেন। এভাবেই আপনার ও সন্তানের মাঝে ভালোবাসার সম্পর্ক দৃঢ় হবে। এই সুযোগে সন্তানও আপনার সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা পাবে।

দুই. প্রতিদিন একবার হলেও পরিবারের সকলের সঙ্গে খাবারে

অংশগ্রহণ করবেন। ঘরে আপনার উপস্থিতি হতে হবে সরব। ঘরে এসে নীরবে বসে থাকবেন না, বরং সবাইকে নানাভাবে আনন্দিত করে তুলবেন। সবার খোঁজখবর নেবেন। কারও সঙ্গে কোনো একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। কারও সঙ্গে বিবাদের অভিনয় করবেন এবং তাৎক্ষণিক সমাধানও করে ফেলবেন। খুব সামান্য সময় বাসায় উপস্থিত থাকলেও সবাইকে নিয়ে একটি আনন্দঘন মুহূর্ত উদ্‌যাপন করবেন।

তিন. অবসর সময় পরিবার ও সন্তানদের সঙ্গেই কাটাবেন। কাজের ফাঁকে যদি কখনো সুযোগ পান তাহলে ঘরে ফিরতে দ্বিধা করবেন না। এমন মনে করবেন না যে, এতটুকু অবসর পেলাম, একটু বিশ্রাম করে নিই, যেন পরবর্তী কাজে উদ্যম লাভ করতে পারি।

চার. যদি এমন কোনো কাজ করেন যে ক্ষেত্রে আপনাকে দীর্ঘ সময় গাড়ি চালাতে হয়, তাহলে সম্ভব হলে আপনার কোনো এক সন্তানকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। যেমন আপনি মসজিদে যাওয়ার সময় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যান। পথে তার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলবেন, গল্প করবেন।

পাঁচ. সাপ্তাহিক ছুটির দিন পরিবারের সঙ্গেই কাটাবেন। এই সুযোগ কখনোই হাতছাড়া করবেন না। একান্ত যদি কখনো কোনো জরুরি কাজ দেখা দেয় সেটা ভিন্ন কথা। সাপ্তাহিক ছুটিতে পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে বাহিরে কিছু সময় কাটাবেন, যেন তাদের মধ্যেও উদ্যম ফিরে আসে। এর মাধ্যমে সন্তানদেরকেও নতুন নতুন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে এবং বিভিন্নভাবে তারা উপকৃতও হবে।

ছয়. ঘরে সন্তানদের সঙ্গে বসবেন। তারা আনন্দিত হয় এমন কিছু করে তাদেরকে আনন্দ দেবেন। বিভিন্ন গল্প বলে ছোটদের ঘুম পাড়িয়ে দেবেন।

সাত. সাপ্তাহিক ছুটির দিনে আপনি অন্য এক মানুষ হয়ে যাবেন। সেদিন অন্য কোনো কাজই করবেন না। জরুরি না হলে ফোনেও কথা বলবেন না, বরং সম্পূর্ণ সময় সন্তানদের দিয়ে দেবেন। তাদের সঙ্গে খেলাধুলা করবেন, তাদের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাবেন, তাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করবেন ইত্যাদি। সাপ্তাহিক ছুটির দিন সন্তানরা যা চাইবে সাধ্যানুযায়ী তাদের সেটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। সারা সপ্তাহে ব্যস্ততার কারণে তাদেরকে যে-সময় দিতে পারেননি, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সেই অভাব পূরণে সহায়তা করুন।

বাবার প্রতি ছেলের বিনীত নিবেদন

প্রিয় বাবা!

আমাকে সভ্য-ভদ্র মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে আপনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেজন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনার এই কষ্টের ঋণ আমি কখনোই শোধ করতে পারব না। সমাজে আমাকে একজন সভ্য মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে আপনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। আপনি চেয়েছেন, সকলপ্রকার অন্যায়-অনাচার থেকে যেন আমি দূরে থাকি। কিন্তু বাবা, আপনি ভুলে যাবেন না যে, আমিও একজন মানুষ। মানুষমাত্রই ভুল করে। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই ভুল আছে। আমরা কেউই ত্রুটিমুক্ত নই। তাহলে ধমক দেওয়া, বকা দেওয়া এবং লাঠি ব্যবহার করাই কেন সংশোধনের পথ হবে, বাবা? কোনো বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোরতাই কেন প্রধান মাধ্যম হবে, বাবা? বকা এবং ধমক ছাড়া আরও তো অনেকভাবে সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া যায়। প্রজ্ঞার দাবি হলো, কাউকে বকা বা ধমক দেওয়ার পূর্বে তার ভুলের কারণ খোঁজা। তারও তো কোনো ওজর থাকতে পারে, যে কারণে সে এই ভুলের শিকার হয়েছে!

প্রিয় বাবা! তাহলে কেন সংশোধনের ক্ষেত্রে সর্বশেষ পথে হাঁটতে হবে? কেন সর্বক্ষেত্রেই কঠোরতা ও ধমকের পথ বেছে নিতে হবে? আপনি তো স্নেহের কোমলতা দিয়েও আমাদের শাসন করতে পারেন। বলা হয়, যেখানে কোমলতা রয়েছে সেখানে রয়েছে সম্মান ও মর্যাদা। যেখান থেকে কোমলতা বিদায় নিয়েছে, সেখানেই রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমান। বাবা, পরিবারের সবার সঙ্গে যদি আপনার সম্পর্ক কোমলতাপূর্ণ হতো, তাহলে পরিবার থাকত কল্যাণে সমৃদ্ধ। কিন্তু সবার সঙ্গে যদি শুধু কঠোরতাই করেন, তাহলে রাগ দমনের উপদেশ কার জন্য? যে রাগ দমনে সক্ষম হবে, আল্লাহ তাআলা তাকে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেবেন।

প্রিয় বাবা! আপনার প্রতি বিনীত নিবেদন, আপনি আমাদের প্রতি দয়া,

অনুগ্রহ, কোমলতা ও স্নেহ-ভালোবাসার হাত প্রসারিত করুন। আমাদের কামনা, আপনি আমাদের সঙ্গে সহজ ও স্বাভাবিক আচরণ করবেন, অতিরিক্ত কঠোরতা করবেন না।

প্রিয় বাবা! আপনার রক্তচক্ষুই আমাকে শাস্তি দেয়, আপনি যদি আমার সঙ্গে কথা না বলেন, তাহলে তা আমাকে যন্ত্রণাদগ্ধ করে এবং আপনার ধমক আমাকে মুহূর্তেই সচেতন করে তোলে। তাহলে কেন আপনি সর্বশেষ পদক্ষেপ 'প্রহার' শুরুতেই বেছে নেন?

প্রিয় বাবা! আমি জানি, আমার প্রতি আপনার অবিরাম ভালোবাসা। এই মুহূর্তেও আমি আপনার ভালোবাসা অনুভব করছি। সুতরাং আপনার আদেশ মান্য করাই আমার শিরোধার্য। আপনার হৃদয় শীতলকারী সন্তান হওয়াই আমার লক্ষ্য। কিন্তু আপনার শাসনের লাঠি আমাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রেখেছে, আমাদের উজ্জ্বল দিনগুলোকে ঘোলাটে বানিয়ে দিয়েছে। আপনার অতিরিক্ত কঠোরতা আমাদের মাঝে প্রাচীর তৈরি করে দিয়েছে।

সুতরাং প্রিয় বাবা! আপনি আমাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করুন! আমাদের সঙ্গে নম্রতা প্রদর্শন করুন! তাহলে আমরাও সর্বদা আপনার অনুগত পুত্র হয়ে থাকব। এরপরও যদি আমরা আপনার কথা না শুনি, তাহলে আমাদের জন্য কল্যাণের প্রার্থনা করুন।

ইতি

সার্বক্ষণিক আপনার হাতে প্রহৃত পুত্র

শ্রদ্ধেয় বাবা! আপনি এই চিঠিটা পড়ার পর নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, সন্তানের মধ্যে পিতার প্রতি কী পরিমাণ ক্ষোভ ও কষ্ট জমে আছে। এখন আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব, প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনি নোট করবেন।

প্রশ্ন : যে এই চিঠি লিখেছে আপনি যদি তার স্থানে হতেন—

ক. তাহলে কি আপনি আপনার বাবার সাক্ষাৎ কামনা করতেন?

খ. আপনার বাবা বাসা থেকে কখনো বের হলে, তার ফিরে আসা কি কামনা করতেন?

গ. আপনার বাবাকে কি ভালো, দয়ালু ও আদর্শ পিতা মনে করতেন?

ঘ. আপনি বাসা থেকে বের হওয়ার সময় কি আর ফিরে আসতে চাইতেন?

প্রশ্ন : যে বাবাকে উদ্দেশ্য করে এই চিঠি লেখা হয়েছে আপনি যদি তার স্থানে হতেন, তাহলে—

ক. আপনি কি আপনার সন্তানদের আনন্দিত দেখতে পেতেন?

খ. আপনি কি বার্ধক্যে আপনার এই সন্তানদের থেকে আপনার সেবা কামনা করতে পারতেন?

গ. চিঠিটা পাঠ করার পর আপনি কী করার ইচ্ছা করেছেন?

ঘ. আপনার কঠোর আচরণের কারণে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা সমাধান করবেন কীভাবে?

ঙ. আপনি যদি এই চিঠির উত্তর লেখেন তাহলে কী লিখবেন?